সূরা ১০২ ঃ তাকাছুর, মাক্কী

(আয়াত ৮, রুকু ১)

١٠٢ – سورة التكاثر، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে।	١. أَلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ
(২) যতক্ষণ না তোমরা কাবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ।	٢. حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ
(৩) এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।	٣. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
(৪) আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।	٤. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
(৫) সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতেনা।	٥. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ
(৬) তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই।	٦. لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ
(৭) আবার বলি, তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।	٧. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ
(৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।	٨. ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, দুনিয়া পাওয়ার প্রচেষ্টা তোমাদেরকে আখিরাতের প্রত্যাশা এবং সৎকাজ থেকে বেপরোয়া করে দিয়েছে। তোমরা এ দুনিয়ার ঝামেলায়ই লিপ্ত থাকবে, হঠাৎ মৃত্যু এসে তোমাদেরকে কাবরে পৌঁছে দিবে এবং ওখানে অনন্তকালের বাসিন্দা হয়ে থাকবে।

সহীহ বুখারীর 'কিতাবুর রিকাক' অনুচ্ছেদে আনাস ইব্‌ন মালিক (রহঃ) উবাই ইব্‌ন কাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ (অর্থাৎ বানী আদমের যদি এক উপত্যকা ভর্তি সোনা থাকে) এ আয়াতকে আমরা কুরআনের আয়াত মনে করতাম, এমতাবস্থায় أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ১১/২৫৮)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শুখায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হই তখন তিনি أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ এ আয়াত পাঠ করছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ 'বানী আদম বলছে ঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদ শুধু সেগুলি যেগুলি তুমি খেয়ে শেষ করেছ এবং পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ, সাদাকাহ করেছ অথবা ব্যয় করেছ। (আহমাদ ৪/২৪) ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৪/২২৭৩, ৯/২৮৬ ও ৬/৫২১)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে অতিরিক্ত এ কথাও রয়েছে ঃ 'এ ছাড়া অন্য যা কিছু রয়েছে সেগুলো তুমি মানুষের জন্য রেখে চলে যাবে।'

সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্‌ন মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়, তার মধ্যে দু'টি ফিরে আসে, শুধু একটি সাথে থেকে যায়। (ওগুলি হল) তার আত্মীয়-স্বজন, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল।

তার আত্মীয়-স্বজন এবং তার ধন-সম্পদ ফিরে আসে, শুধু আমল সাথে থেকে যায়।' (ফাতহুল বারী ১১/৩৬৯) ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/২২৭৩, তিরমিযী ৭/৫০, নাসাঈ ৬/৬৩১)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে জড়াগ্রস্ত হয়ে যায়, কিন্তু দু'টি জিনিস তার সাথে অবশিষ্ট থেকে যায় ঃ লোভ ও আকাংখা।' (আহমাদ ৩/১১৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ হাদীসটি তাখরীজ করেছেন। (বুখারী ৬৪২১, মুসলিম ১০৪৭)

জাহান্নামের আযাব ও জবাবদিহীতার ভয় প্রদর্শন

এরপর আল্লাহ তা'আলা হুমকির স্বরে দু' দুবার বলেন ঃ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলি ঃ কখনো নয়, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। এ অর্থও করা হয়েছে যে, প্রথমবার কাফিরদের উদ্দেশে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার মু'মিনদের উদ্দেশে বলা হয়েছে।

তারপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ কখনো নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হতে তাহলে এরূপ দাম্ভিকতার মধ্যে পতিত থাকতেনা। অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের শেষ মানযিল আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন থাকতেনা। এরপর প্রথমোক্ত বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। সেই জাহান্নামের ভয়াবহতা এক নযর দেখেই ভয়-ভীতিতে অন্যেরা তো বটেই, আম্বিয়ায়ে কিরামও হাঁটুর ভরে পড়ে যাবেন। ওর কাঠিন্য ও ভীতি প্রত্যেকের অন্তরে ছেয়ে যাবে। এ সম্পর্কে বহু হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ এরপর অবশ্যই সেইদিন তোমাদেরকে নি'আমাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। স্বাস্থ্য,

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, রিয্ক ইত্যাদি সকল নি'আমাত সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হবে। এসব নি'আমাতের কতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে তা জিজ্ঞেস করা হবে।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন ঃ

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুসাইন ইব্ন আলী আস সুদাই (রহঃ) তাকে বলেছেন, আস সুদাই (রহঃ) ওয়ালিদ ইব্ন কাসিম (রহঃ) থেকে, তিনি ইয়াজিদ ইব্ন কাইসান (রহঃ) থেকে, তিনি আবী হাজিম (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে জানতে পেরেছেন ঃ একদা আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) এক জায়গায় বসা ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে এলেন এবং বললেন ঃ 'এখানে বসে আছেন কেন?' উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ 'যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাদেরকে ঘর হতে বের করে এনেছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাকেও বের করে এনেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দুই সাহাবীকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে এক আনসারীর বাড়িতে গেলেন। আনসারী বাড়িতে ছিলেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার স্বামী কোথায়? মহিলা উত্তরে বললেন ঃ 'তিনি আমাদের পান করানোর জন্য পানি আনতে গেছেন।' ইতোমধ্যে ঐ আনসারী পানির মশক নিয়ে এসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে অভিনন্দন জানালেন এবং বললেন ঃ 'আমার বাড়িতে আজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ এনেছেন, সুতরাং আমার মত ভাগ্যবান আর কেহ নেই।' পানির মশকটি একটি খেজুর গাছে ঝুলিয়ে রেখে আনসারী বাগানে গিয়ে তাজা খেজুরের কাঁদি নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'ও থেকে সামান্য কিছু আনলেই তো হত!' আনসারী বললেন ঃ 'ভাবলাম যে, আপনি পছন্দ মত বাছাই করে গ্রহণ করবেন।' তারপর (একটা বকরী বা মেষ যবাহ্ করার জন্য) আনসারী একটি ছুরি হাতে নিলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ 'দুগ্ধবতী (কোন বকরী বা মেষ) যবাহ্ করনা।' অতঃপর আনসারী তাঁদের জন্য একটা ভেড়া যবাহ্

করলেন এবং তাঁরা আহার করলেন। তারপর তিনি সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'এ বিষয়ে কিয়ামাত দিবসে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমরা ঘর থেকে বেরিয়েছিলে এবং এখন খাবার না খাওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাচ্ছনা। সুতরাং এ সবই আল্লাহর নি'আমাতসমূহ হতে।' (মুসলিম ৩/১৬০৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নি'আমাতের প্রশ্নে কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম বলা হবে ঃ 'আমি কি তোমাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করিনি? ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমাকে কি পরিতৃপ্ত করিনি?'

সহীহ বুখারী, সুনান তিরমিযী, সুনান নাসাঈ এবং সুনান ইব্‌ন মাজাহয় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দু'টি নি'আমাত সম্পর্কে মানুষ খুবই অপব্যবহার করে। নি'আমাত দু'টি হল স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত সময়।' (ফাতহুল বারী ১১/২৩৩, তিরমিযী ৬/৫৮৯, ইবন মাজাহ ২/১৩৯৬) অর্থাৎ মানুষ এ দু'টির পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং এ দু'টির সদ্ব্যবহারও করেনা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এ দু'টি ব্যয় করেনা। অতএব এ দু'টি বিষয়ের হক যে আদায় করেনা সে'ই অন্যায় করল, তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সে পালন করলনা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামাতের দিন বলবেন ঃ 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়ায় ও উষ্ট্রে আরোহণ করিয়েছি, নারীদের সাথে বিয়ে দিয়েছি। তোমাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিয়েছি এবং শাসনকার্য চালানোর সুযোগ দিয়েছি। এবার বল তো, এগুলোর জন্য কি ধরণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ?' (আহমাদ ২/৪৯২, মুসলিম ৭৪৩৮)

সূরা তাকাছুর এর তাফসীর সমাপ্ত।